পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

আহমদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৮ ইং : ১০ই রমযান ১৩৯৮ হি:

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ১৫ই আগষ্ট ৩১শ বর্ষ

আহ্‌মদী ১৯৭৮ ইং ৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'উত্তম পারিবারিক জীবন'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী : "রোজার মহৎ উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
০ জুমার খুৎবা :	সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা (৩১)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
০ যুগে যুগে সিয়াম সাধনা :	আল-হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	১৯
০ জামাত সমাচার :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
০ ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের চাঁদা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি :	মহতারম আমীর সাহেব, বাঃ সাঃ আঃ	২৪

রমজানুল মুবারকের মকবুল দোওয়ায় কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ

রমজানুল মুবারক এবং আল্লাহ্‌র পথে অর্থ দান—উভয়ের পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সৈয়দেনা হযরত আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ইরশাদ অনুযায়ী দোওয়ার জন্য সেই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নামের তালিকা সংকলন করা যাইতেছে, যাঁদের পবিত্র রমজানের মধ্যে ওকফে জদীদ ও তাহরীকে জদীদের পুর্ণ চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন। তাঁহাদের নাম হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করা হইবে।

সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদ সকল ভ্রাতা, ভগ্নি, আতফাল ও নাসেরাতের নিকট হইতে উক্ত চাঁদা সম্পুর্ণ ওসুল পূর্বক বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া'র কেন্দ্রীয় অফিসে তাহাদের নাম সহ আদায়কৃত চাঁদার তালিকা শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট, ১৫ই যহুর, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৭) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে দুর্বলগণের হেফাযতের জন্য আগ্রহ পূর্ণ আকারে বিরাজমান ছিল। আহযাবের যুদ্ধে কাফেরগণের সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল এবং মুসলমান লস্করের সংখ্যা ছিল মাত্র বার শত। কেহ কেহ শত্রুগণের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা বেশী বলিয়াছে এবং কেহ কেহ কম বলিয়াছে। ইউরোপীয়গণ দশ হাজার বলিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের পরাজয়ের গ্লানির পরিমাণ কিছুটা কম হয়। ইহার মোকাবেলায় মুসলান ঐতিহাসিকগণ তাহাদের সংখ্যা চব্বিশ পর্যন্ত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহাদের সংখ্যা পনর হাজার ছিল বলিয়া আন্দাজ করিয়াছেন। মুসলমানদের সংখ্যা সম্বন্ধেও মতভেদ আছে কিন্তু তাঁহার গবেষণা অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যার হিসাব বার শতকেই অধিকতর সঠিক বলিয়াছেন। এই যুদ্ধে মদিনায় অবস্থানরত অবশিষ্ট এক ইহুদী গোষ্ঠীর সহিত কাফেরগণ এক গোপন চুক্তি করিয়াছিল যে, মুসলমানগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ইহুদীগণ মুসলমানগণকে পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণ করিবে। মদিনার একদিকে ময়দান ছিল যাহার মধ্যে আঁ-হজরত (সাঃ) পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন। এই ময়দানের একদিকে এক ইহুদি কবিলা বাস করিত, যাহাদের সহিত মুসলমানগণের চুক্তি ছিল। আঁ-হজরত (সাঃ) চিন্তা করিলেন যে ইহারা যেহেতু তাঁহার সহিত চুক্তি আবদ্ধ, সুতরাং সেইদিক নিরাপদ। তৃতীয়দিকে এক পাহাড় ছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন

সেই দিক হইতে দুশমণ আসিবেনা এবং যদিও আসে তাহা হইলে উপর হইতে তাহাদিগকে দেখা যাইবে এবং আমরা তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিব। চতুর্থদিকে সমস্ত জায়গা জুড়িয়া ঘর-বাড়ী ছিল এবং প্রাচীর স্বরূপ ছিল। মোট কথা, একদিকে পাহাড়ের হেফাজত ছিল, দ্বিতীয়দিকে চুক্তি আবদ্ধ ইহুদিগণ ছিল, এবং তৃতীয়দিকে সারিসারি গৃহগুলি প্রাচীর স্বরূপ ছিল। এবং আর একদিকে ফাঁকা ময়দান ছিল, যেখানে আঁ-হজরত (সাঃ) সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া দুশমণের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। এই পরিস্থিতি দেখিয়া দুশমণগণ বুঝিল যে সম্মুখ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া আঁ-হজরত (সাঃ)-কে পরাজিত করা যাইবে না। তখন তাহারা ইহুদীগণের সহিত চক্রান্ত করিল এবং তাহাদিগকে উকানী দিয়া নিজেদের সহিত মিলাইয়া লইল। আঁ-হজরত (সাঃ) ইহুদীগণের দিক হইতে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আনসারগণ আঁ-হজরত (সাঃ)কে বলিয়াছিলেন যে ইহুদিগণের বিশ্বাস নাই। কিন্তু আঁ-হজরত (সাঃ) বলিলেন, "তাহারা আমাদের সহিত চুক্তি করিয়াছে। তোমরা কেন তাহাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা কর?" কিন্তু যখন ইহুদিগণ সম্বন্ধে বারবার সন্দেহজনক সংবাদ আসিতে লাগিল তখন দুইজন আনসারী সাহাবীকে যাহাদের সহিত ইহুদিগণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ইহুদীগণের সহিত কথাবার্তা বলিয়া বুঝিলেন যে, তাহারা বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে। সাহাবীগণ আসিয়া জানাইলেন যে, অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তবুও আঁ-হযরত (সাঃ) চুক্তির প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া বলিলেন, "চুক্তি ভঙ্গ করার আমাদের কোন অধিকার নাই।" তিনি এই সময়ে স্ত্রীলোকগণের হেফাজতের জন্য তাঁহাদিগকে দুই জায়গায় একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। কতকজনকে দ্বিতল বাড়ীর উপরে জমা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজ খান্দানের স্ত্রীলোকগণকে এবং ঐ সকল সাহাবাদের স্ত্রীলোকদিগকে, যাঁহাদের প্রতি দুশমণগণের অত্যাধিক রোষ ছিল এবং যাঁহাদের অবমানায় জাতির অবমানা হইতে পারিত, তাঁহাদিগকে অন্য এক জায়গায় একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন এই স্থান ছিল ইহুদিগণের বসতির দিকে। আঁ-হজরত (সাঃ)-এর ফুফু হজরত সাফিয়া (রাঃ) একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিলেন, এক ইহুদী ঘরের প্রাচীরের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে তিনি প্রহরারত হাসান বিন সাবেত (রাঃ)কে বলিলেন যে, এক ইহুদী প্রাচীরের উপর দিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। তুমি প্রাচীরে চড়িয়া উহাকে মার। হাসান (রাঃ) দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কোন পথিক হইবে; খামাকা ধোকা লাগিয়াছে।" হজরত সাফিয়া (রাঃ) স্বচক্ষে ইহুদিকে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এক বাঁশ উঠাইয়া লইলেন এবং আগাইয়া গিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে ঐ ইহুদির মাথায় সজোরে আঘাত করিলেন। ফলে সে পড়িয়া গেল এবং পড়িবার কালীন উলঙ্গ হইয়া গেল। হযরত সাফিয়া (রাঃ)

হাসান বিন সাবেত (রাঃ)-কে বলিলেন "এখন তুমি যাও।" হাসান বলিলেন যে, আমি উহার কাছে যাইব না। আপনি আগে উহাকে নিশ্চিতভাবে নিহত করুন, যেন উহার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন মাত্র বাকী না থাকে। হজরত সাফিয়া (রাঃ) পরদা করিলেন এবং নিজের মুখের উপর চাদর টানিয়া দিলেন এবং যেহেতু ইহুদী উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল সেই জন্য তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিয়া তাহার মস্তককে আঘাত হানিয়া উহাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট ক্রমাগত সংবাদ আসিতে লাগিল যে, ইহুদীরা বিরুদ্ধাচারণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা গোয়েন্দা পাঠাইতেছে এবং হয়ত তাহারা এখন আক্রমণ করিয়া বসিবে। সেইজন্য তিনি স্ত্রী লোকগণের হেফাজতের জন্য পাঁচশতের দুইটি লস্কর প্রেরণ করিলেন। একটি লস্করের সংখ্যা ছিল দুইশত এবং অপরটির সংখ্যা ছিল তিনশত। দুশমণের মোকাবেলার জন্য মাত্র সাতশত মুসলমান রহিয়া গেলেন। দুর্বলগণের সাহায্যের জন্য ইহা এক অপূর্ব কোরবানী ছিল। যে লস্কর শহর রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল উহার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কাটিয়া স্ত্রীলোকদের হেফাজতের জন্য মোতায়েন করিয়া দিলেন। এতদ্বারা এই কথা প্রমাণিত হইল যে, তিনি দুর্বল স্ত্রী লোকগণের হেফাজতের জন্য যে কোন কোরবানী করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

(১৮) আঁ-হযরত (সাঃ) বদরের যুদ্ধেও স্বীয় মহান চরিত্রের প্রমাণ দেন। হযরত আব্বাস (রাঃ), যিনি তখনও মুসলমান হন নাই, তিনি কাফেরদের পক্ষ হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু যখন কাফেরগণ যুদ্ধের জন্য অভিযান করিল, তখন তাহারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। তিনি যুদ্ধে আসিলেন সত্য কিন্তু তিনি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। যখন কাফেরগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল, তখন মুসলমানগণ হযরত আব্বাস (রাঃ)-কেও বন্দী করিলেন। সে যুগে হাতকড়ি বা কাঁটাওয়ালা তার ছিল না। কয়দীগণকে রশি দিয়া বাঁধিয়াই তখনকার দিনে তাহাদের হেফাযত করা হইত। রশিগুলি এত জোরে বাঁধা হইত যে কয়েদীগণের কষ্ট হইত। সাহাবা (রাঃ) বলেন যে, কিছু দূরে যাইয়া যখন আমরা শিবির গাড়লাম, তখন দেখিলাম আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঘুম হইতে ছিলনা। আমরা আপোষে পরামর্শ করিলাম, ইহার কারণ কি। কেহ কেহ বলিল, যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) হজরত আব্বাস (রাঃ)-কে ভালবাসেন তাই তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) কষ্টানুভব করিতেছেন। তখন সাহাবা (রাঃ) ফয়সালা করিলেন যে হজরত আব্বাস (রাঃ)-এর রশির বাঁধন ঢিলা করিয়া দেওয়া হউক। তদনুযায়ী তাঁহারা তাঁহার বাঁধন শিথিল করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার কাতরোক্তি বন্ধ হইয়া গেল। যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে মানসিক আশঙ্কাও থাকে। যখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত আর হজরত আব্বাস (রাঃ)-এর শব্দ শুনা গেলনা, তখন আঁ-হযরত (সাঃ)

ধারণা করিলেন যে, হয়ত কষ্টের আতিশয্যে তিনি বেহুঁস হইয়া গিয়াছেন অথবা মারা গিয়াছেন। তিনি ঘাবরাইয়া সাহাবা (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হজরত আব্বাস্ (রাঃ) এর আওয়াজ শুনা যাইতেছেনা কেন? তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল, আমরা অনুভব করিলাম যে তাঁহার কাতরোক্তিতে আপনার কষ্ট হইতেছে, সেই জন্য আমরা তাঁহার বাঁধন শিথিল করিয়া দিয়াছি। তাঁহার মন ইহাই চাহিতেছিল এবং এই কথা শুনিয়া তাঁহার খুশী হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি বলিলেন, ইহা আমি বরদাশ্‌ত করিতে পারিনা। হয় সকলের রশি ঢিলা করিয়া দেওয়া হউক, অথবা হজরত আব্বাস (রাঃ)-এর বাঁধন পূর্ববৎ শক্ত করিয়া দেওয়া হউক। কষ্ট ভোগ করিতে হইলে সকলেই কষ্ট ভোগ করিবে এবং আরাম পাইতে হইলে সকলেই আরাম পাইবে। আঁ-হযরত (সাঃ) প্রথমে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কষ্টকে বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেছিলেননা এবং যখন বাঁধন ঢিলা করিয়া দেওয়া হইল, তখন তিনি ইহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেননা যে তাঁহার চাচার বাঁধন ঢিলা করা হউক এবং বাকী সকলের বাঁধন ঠিক থাকিয়া যাউক। এতদ্বারা তিনি ইসলামী সাম্যের এক শানদার নমুনা কায়েম করিয়া গিয়াছেন।

(১৯) যখন মক্কা বিজয় হইল এবং তিনি মক্কায় শুভাগমন করিলেন, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। আবু সুফিয়ানকে মক্কার বাহিরে কয়েদ করা হইয়াছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অনুমতি দিলেন যে, সে মক্কায় গিয়া এই কথা ঘোষণা করিবে যে, যে ব্যক্তি খানাকাবার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাকেও ক্ষমা করা হইবে, যাহারা বেলাল (রাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত হইবে, তাহাদিগকেও ক্ষমা করা যাইবে এবং যাহারা স্ব স্ব গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া অবস্থান করিবে তাহাদিগকেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। যখন প্রভাতে ইসলামী লস্কর মক্কার দিকে যাত্রা করিল তখন আবু সুফিয়ান তাহার দোস্ত হজরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিল, মক্কায় যাইবার পূর্বে আমাকে একবার আপনাদের লস্করের দৃশ্য দেখাইয়া দিন। তিনি তাহার কথা মানিয়া লইলেন এবং এক চক্কর দিয়া তাহাকে ভালভাবে লস্কর দেখাইয়া দিলেন। একের পর এক করিয়া যেমন সে সৈন্যগণকে দেখিয়া যাইতে লাগিল, সে বলিতে লাগিল "ইহারা অমুক কওমের বলিয়া বোধ হইতেছে" হযরত আব্বাস (রাঃ) জবাব দিতে লাগিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ" এই ভাবে আবু সুফিয়ান সৈন্যদের পরিচয় বলিয়া যাইতে লাগিল এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) উহার তসদিক করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে আবু সুফিয়ান এক বড় লস্করের সম্মুখ দিয়া যাইতে সে আশ্চর্য হইয়া আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহারা কে? তিনি উত্তর দিলেন, "ইহারা মদিনাবাসী আনসার।" এই কথা আনসারী লস্করের কমাণ্ডার যিনি নিজেও আনসারী ছিলেন, শুনিয়া ফেলিলেন।

তিনি জোশের সঙ্গে বলিলেন, "তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ আমরা কে? আমরা আনসরা। তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার জন্য আমাদের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে।" আবু সুফিয়ান ইহা শুনিয়া আঁ-হযরত (সাঃ -এর নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি তো আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং এমনকি যাহারা আমার গৃহে আশ্রয় লইবে, তাহাদিগকেও আপনি ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, যাহারা বিলাল (রাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত হইবে আপনি তাহাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা খানাকাবায় আশ্রয় লইবে তাহাদিগকেও আপনি ক্ষমা করিবেন বলিয়াছেন এবং যাহারা নিজ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করিবে, তাহাদিগকেও আপনি ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, অথচ আপনার লস্করে এক কমাণ্ডার বলিতেছে যে, তাহারা আমাদিগের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছে। এ কি ব্যাপার?" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "মক্কাবাসীগণকে কেহ লাঞ্ছিত করিতে পারিবে না। খোদাতায়ালা যাহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন, কেহ তাহাদিগকে অপমান করিতে পারিবে না।" অতঃপর তিনি সেই কমাণ্ডারকে ডাকাইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন যেহেতু তিনি আবু সুফীয়ানের মনে দুঃখ দিয়াছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) অন্যভাবে সেই কমাণ্ডারেরও সম্মান রক্ষা করিলেন, যেহেতু তিনি আবু সুফিয়ানকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহা ইসলামের মহব্বতে বলিয়াছিলেন, আঁ-হযরত (সাঃ) সেই কম্যাণ্ডারের পুত্রকে তাঁহার স্থলে কমাণ্ডার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঠিক শহর দখলের পূর্ব মুহূর্তে এইভাবে এক লস্করের কমাণ্ডারকে পদচ্যুত করা এবং সেও এই জন্য যে তিনি এক দুশমণের অন্তরে কষ্ট দিয়াছেন, কত বড় অদম্য সাহসের কাজ। ইহা কোন সাধারণ ব্যাপার নহে। এরূপ কাজের দ্বারা অনেক সময়ে লস্কর বিদ্রোহ করে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা.) মোটেই উহার পরওয়া করিলেন না এবং বিজয়ের এইরূপ সন্ধিক্ষণেও তিনি এরূপ মহান চরিত্রের নমুনা দেখাইলেন, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন নবী পেশ করিতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

(অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ)

(৯-এর পৃষ্ঠার পর)

"প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল যে, অনেক সময় রমজানের মাস এরূপ মৌসমে উপস্থিত হয়, যখন কৃষকদের অধিক পরিমাণ কাজ করিতে হয়—যেমন, বীজ বপন... ... ...ইত্যাদি। তেমনি ইহাদের ন্যায় অন্যান্য মজুর যাহাদের জীবিকা কঠোর মেহনত-মজুরীর উপর নির্ভরশীল—এরূপ ব্যক্তিদের রোজা রাখা সম্ভব হয় না। তাহাদের সম্বন্ধে কি নির্দেশ?

ফরমাইলেন, الاعمال بالنيات। (সকল আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর স্থাপিত—অনুবাদক) এই সকল লোক তাহাদের অবস্থা গোপন রাখে (অর্থাৎ তাহাদের অবস্থা একান্ত ব্যক্তিগত)। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে 'তাকওয়া ও তাহারত' (খোদা ভিরুতা ও পবিত্র ন্যায় নিষ্ঠা -এর সহিত বিচার-বিবেচনা করিবে। যদি কেহ নিজ স্থলে অন্য কাহাকে রাখিয়া মজুরী খাটাইতে পারে তবে তাহা করিবে। অনাথায়, সে অসুস্থের পর্যায়ভুক্ত; পরে যখনই সুযোগ-সুবিধা হয়, তখন যেন সে রোজা রাখে" (বদর, ৪৬শে সেপ্টম্বর ১৯০৭ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩২। উত্তম পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা।

২২২। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কতক সাহাবা পরস্পর তরক-এ-দুনিয়ার (সন্ন্যাস ব্রতের) পণ করিলেন। কেহ বলিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। কেহ বলিলেন, অনবরত নামায পড়িবেন, এবং নিদ্রা পরিহার করিবেন। কেহ বলিলন, রোযা রাখিবেন, রোজা ছাড়িবেন না। এই খবর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন: "ইহারা কেমন মানুষ, যাহারা এরূপ বলে। আমি ত রোযাও রাখি, ইফতারও করি, নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও। আমি বিবাহও করিয়াছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত (রীতি-নীতি) হইতে বিমুখ হয়, সে আমার নয়।" অর্থাৎ, তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। ('মুস্‌লিম কেতাবুন নিকাহ্, ১-২ : ৬২১ পৃঃ)

২২৩। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: কোনো স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের চারিটি বুনিয়াদ (ভিত্তি)- হইতে পারে। হয়ত তাহার ধন-সম্পত্তির কারণে, বা তাহার বংশের কারণে, বা তাহার রূপ লাবণ্যের কারণে, বা তাহার দ্বীনদারী [ধার্মিকতা] বশতঃ। কিন্তু তুমি দ্বীনদার মেয়েলোককে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন এবং তুমি ধর্মপরায়ণা স্ত্রী পাও।" ['বুখারী ; কেতাবুন নিকাহ্, বাবুল ইকফা ফিদ-দ্বীন, ২ : ৭৬১ পৃঃ]

২২৪। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কেহ তাহার ভাইয়ের বিবাহের কথাবার্তা কোথাও হইতে থাকিলে, কোনো প্রস্তাব দিবে না, যে পর্যন্ত সে এই বিবাহ করিবে কি, করিবে না সিদ্ধান্তে না পৌঁছে। ('বুখারী ; কেতাবুন-নিকাহ্, বাবু লা-ইয়াখতাব আলা খিৎবাতে আখিহে ; ২ : ৭৭২ পৃঃ)

২২৫। হযরত মুগিরাহ্ বিন্ শোয়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তিনি এক স্থানে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "এই মেয়েকে দেখ। কারণ, এরূপ দেখায় তোমার ও তাহার মধ্যে অণ্বয় ও প্রণয়ের সম্ভাবনা অধিক।" ('বুখারী ; কেতাবুন নিকাহ্, বাবু ফিন নাযারে ইলাল্ মাখ্‌তুবাহ্ ; ১ : ১২৮ পৃঃ)

২২৬। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেহে হলুদ রঙ্গের চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" তিনি বলিলেন যে, এক গুটিকা পরিমাণ মোহরানা দিয়া তিনি এক বিবাহ করিয়াছেন। হুযুর (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন : 'বারাকাল্লাহু লাকা' (আল্লাহ্-তায়ালা ইহা তোমার জন্য বরকতময় ও কল্যাণকর করুন)। 'ওয়ালিমা' করিবে, যদিও একটি ছাগ জবাহ্ করিতে হয়।" ['বুখারী, কেতাবু নিকাহ্, বাবু কাইফা ইয়ুদ্‌য়া লিল মুতউওয়াজে; ২৭৭৪ পৃঃ]

২২৭। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "স্ত্রীলোকের মঙ্গলের প্রতি শুভেচ্ছাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিবে। কারণ, স্ত্রী পাঁজর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। (অর্থাৎ পাঁজরের মত স্বাভাবিক টেরামি আছে,)। পাঁজরের উপর ভাগে বক্রতা অধিক থাকে। যদি তুমি তাহাকে সোজা করিবার চেষ্টা কর তবে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি তাহাকে আপন অবস্থায় থাকিতে দাও, তবে তাহার মধ্যে যে উপকারিতা আছে, তাহা তুমি পাইতে থাকিবে। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি নম্র ব্যবহার করিবে।" অন্য রেওয়ায়েতে আছে : "স্ত্রীলোক পাঁজরের ন্যায়। তুমি ইহাকে সোজা করিতে চাহিলে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি বক্রতা সত্বেও তদ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য চেষ্টা-যত্ন কর, তবে উপকৃত হইতে পারিবে।"

['বুখারী', কেতাবুল-আম্বিয়া,' বাবু খালকে আদামা ও যুররিইয়াতিহি, ১ : ৪৬৯ পৃঃ]

২২৮। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুমেন বান্দার কর্তব্য, তাহার মুমেনা (ইমানদার পত্নীর) প্রতি ঘৃণা বা রাগ পোষণ করিবে না। যদি তাহার একটা দিক অপছন্দ হয়, তবে অন্য দিক ভাল হইতে পারে। অর্থাৎ, কোন বিষয় অপছন্দ হইলেও কোনো বিষয় ভাল থাকিবে। ভাল বিষয়ের প্রতি নজর দিবে।"

['মুস্‌লিম,' কেতাবুন নিকাহ্, বাবু ওয়াসিয়াতু-বিন্‌নেসায়ে; ১-২ : ৪৬৮ পৃঃ]

২২৯। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা অনুগ্রহ করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে রাত্রিতে উঠে, নামায পড়ে, এবং তাহার বিবিকেও উঠায়। যদি সে উঠিতে শৈথিল্য করে, তবে তাহার মুখে পানি ছিটায়, যেন সে উঠিয়া দাঁড়ায়। তেমনি আল্লাহ্-তায়ালা অনুগ্রহ করুন ঐ স্ত্রীর প্রতি, যে রাত্রিতে উঠে, নামায পড়ে এবং তাহার পতিকে জাগ্রত করে। যদি সে উঠিতে গোড়িমসি করে, তবে চেহারায় পানি ছিঁটা দেয়, যেন সে উঠিয়া দাঁড়ায়।" ['আবু দাউদ,' কেতাবুস্-সালাত, বাবু কিয়ামুল্ লাইল,' ১ : ১৮৫ পৃ :]

(ক্রমশঃ) (হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোজার মহৎ উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ

"আমার তো এই অবস্থা যে, মৃত্যুর কাছাকাছি যদি উপনীত হই, তবেই রোজা ছাড়ি। অন্যথায়, রোজা ছাড়িতে মন চায় না। এইগুলি বরকতপূর্ণ দিন (অর্থাৎ রমজানের মাস) এবং আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমত অবতরণের দিন।" (আল-হাকাম, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ইং)

"যদি মানুষ নিষ্ঠা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদাতায়ালার নিকট নিবেদন জানায় যে, রমজানের মাসে আমায় বঞ্চিত রাখিও না, তাহা হইলে খোদা তাহাকে বঞ্চিত করেন না এবং এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ রমযান মাসে পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই পীড়া তাহার জন্য রহমত হইয়া থাকে; কারণ প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হইল নিয়ত। মোমেনের কর্তব্য যেন সে নিজেকে খোদাতায়ালার পথে সাহসী সাব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি রোজা হইতে বঞ্চিত, কিন্তু তাহার অন্তরে এই নিয়ত মর্মবেদনার সহিত বিরাজমান থাকে যে, হায়, আমি যদি সুস্থ থাকিতাম, এবং এজন্য তাহার অন্তর কাঁদে, তাহা হইলে ফেরেশ্‌তা তাহার জন্য রোজা রাখিবে। তবে শর্ত এই যে, সে যদি বাহানা না করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে সওয়াব হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" (বদর, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০২ইং)

"মানবের প্রকৃতির মধ্যে ইহা নিহিত যে, সে যত কম খাদ্য গ্রহণ করিবে ততই আত্মা বিমল হইবে এবং কাশফ বা দিব্য দর্শনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্বারা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্য ইহাই যে, একটি খাদ্য কমাইয়া দাও এবং অপরটি বড়াও। রোজাদারের ইহা সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত যে, রোজার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধার্ত থাকা নয় বরং তাহার উচিৎ, খোদাতায়ালার যিক্‌র-এ যেন সে আত্মনিয়োজিত থাকে যাহাতে আল্লাহর প্রেমে বিভোরতা ও আত্মবিলিনতা লাভ হয়। সুতরাং রোজার ইহাই উদ্দেশ্য যে, মানুষ এক (প্রকার) খাদ্য যাহা শুধু দেহের পুষ্টি সাধন করে, তাহা পরিহার করিয়া অপর (প্রকার) খাদ্য গ্রহণ করে যাহা মানবাত্মার শান্তি, স্বস্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যাহারা একমাত্র খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে রোজা রাখেন, গতানুগতিক প্রথা হিসাবে নয়, তাহাদের উচিত যে, আল্লাহতায়ালার "হাম্‌দ" (প্রশংসা), 'তাসবিহ' (পবিত্রতা সাব্যস্ত করণ) এবং 'তাহ্‌লীল" (তৌহিদ ঘোষণা)-এ আত্মনিয়োজিত থাকেন, এতদ্বারা অপর খাদ্যটি যেন তাঁহারা লাভ করিতে পারেন।" (আল-হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭, পৃঃ ৯)

"রোজা এবং নামাজ উভয়টিই এবাদত। রোজার প্রভাব দেহের উপরে পড়ে এবং নামাজের প্রভাব আত্মার উপর। নামাজের দ্বারা এক আত্মবিগলন ও আত্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সেই জন্য উহা শ্রেয়তর। রোজার দ্বারা কাশফ বা দিব্য অভিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এইরূপ অবস্থা কোন কোন সময় যোগীদিগের মধ্যেও সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সেই রুহানী বিগলন ও উদ্দীপন যাহা দোওয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহাতে কেহ শামিল নয়।" (বদর, ৮ই জুন ১৯০৭, পৃঃ ২)

"প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল যে, রোজাদার চোখে সুরমা লাগাইতে পারে, কি পারে না? বলিলেন, ইহা অপসন্দনীয় (মকরুহ), এবং দিনের বেলায় সুরমা লাগাইবার এমন প্রয়োজনই বা কি? রাত্রিতে সুরমা ব্যবহার করিতে পারে।"

"এক ব্যক্তির প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল যে তিনি ঘরের ভিতরে বসা ছিলেন এবং তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, রোজা রাখার সময় এখনও অবশিষ্ট আছে, সুতরাং তিনি অল্প কিছু আহার করিয়া রোজার নিয়ত বাঁধিলেন। কিন্তু পরে অন্য এক ব্যক্তির নিকট জানিতে পারিলেন যে, সেই সময় প্রভাত-রশ্মি প্রকাশ পাইয়া ছিল। এখন তিনি কি করিবেন? হযরত আকদাস (আঃ) বলিলেন, উল্লেখিত অবস্থায় তাহার রোজা সম্পন্ন হইয়াছে; পুনরায় রাখার প্রয়োজন নাই। কেননা নিজের দিক হইতে তিনি সম্ভাব্য সাবধানতা পালন করিয়াছেন এবং নিয়তের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নাই। শুধু ভুল বুঝিয়াছেন এবং মাত্র কয়েক মিনিটের পার্থক্য ঘটিয়াছে" (বদর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ইং, পৃঃ ৮)

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

"অর্থাৎ, অসুস্থ এবং মুসাফের রোজা রাখিবে না—ইহা আদেশ বা হুকুম। আল্লাহ-তায়ালা ইহা বলেন নাই যে যাহার ক্ষমতা আছে সে রাখুক। আমার বিবেচনায় মুসাফেরের রোজা রাখা উচিৎ নয়। এবং যেহেতু সাধারণভাবে অধিকাংশ লোক (সফরে) রোজা রাখে সেজন্য, যদি কেহ তায়ামুল (প্রচলিত রীতি) মনে করিয়া রোজা রাখে তবে দোষ হইবে না কিন্তু তথাপি "ইদ্দতুম মিন আইয়ামিল উখার" (রমজান ব্যতীত অন্য দিনে তৎপরিমাণ রোজা রাখিবে—অনুবাদক)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।"

"সফরে কষ্ট ভোগ করিয়া যে ব্যক্তি রোজা রাখে সে যেন নিজের বাহুবলে (জোর-পূর্বক) আল্লাহতায়ালাকে রাজী করিতে চায়—তাঁহাকে 'আদেশপালন ও অজ্ঞানুবর্তিতা'-এর দ্বারা খুশী করিতে চায় না—ইহা ভুল। আল্লাহতায়ালার আদেশ ও নিশেধ প্রতিপালনেই সাচ্চা ঈমান নিহিত।" (আল-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী ১৮৯৯, পৃঃ ৭)

"যে ব্যক্তি অসুস্থতা এবং সফর অবস্থায় রমজানের মাসে রোজা রাখে, সে খোদা-তায়ালার সুস্পষ্ট হুকুমের নাফরমানী করে। খোদাতায়ালা পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন যে রুগী এবং মুসাফের রোজা রাখিবে না; রোগমুক্তির পর এবং সফরান্তে রোজা রাখিবে। খোদার এই আদেশের উপর আমল করা উচিত। কেননা নাজাত আল্লাহর ফজল (কৃপা -এর প্রসাদেই প্রতিফলিত হয়; কেহ তাহার কর্মের জোর দেখাইয়া নাজাত হাসিল করিতে পারে না। খোদাতায়ালা ইহা বলেন নাই যে, রোগ অল্প হউক বা বেশী এবং সফর খাঁটি হউক বা দীর্ঘ, বরং উক্ত আদেশটি 'আম' বা ব্যাপক, এবং ইহার উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফের যদি রোজা রাখে, তাহা হইলে তাহার উপর আজ্ঞা অমান্য করার ফতোয়া প্রযোজ্য হইবে।" (বদর, ১৭ই অক্টোবর ১৯০৭ ইং পৃঃ ৭)

(বাকী অংশ ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুমার খুৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৭ই জুন, ১৯৭৮ ইং তারিখে লণ্ডন মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

ইহা খোদায়ী তকদীর যে, ইসলাম দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চল ও দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্মের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং সর্বত্র একমাত্র ইসলাম বিরাজ করিবে।

এই উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েক জেনারেশনকে কুরবানী দিতে হইবে এবং বহু ময়দানে দালিল-প্রমাণ ও আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে বাতিল ধর্মাবলীর মোকাবিলা করিতে হইবে।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'কসরে-সলীব' কনফারেন্স ইসলামের বিজয় সংক্রান্ত সংগ্রাম ও অভিযানের একটি অংশ মাত্র। এতদ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণের জীবনে ইসলামের অনুকুল এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে।

এখনও আমাদের আরাম করিবার সময় আসে নাই। আরামের দিন তখনই হইবে যখন দুনিয়ার ভারী সংখ্যা গরিষ্ঠ মানবহৃদয় মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য জয় করা হইবে।

তাশাহুদ ও তাযয়ওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :

আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলিয়াছেন :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين (الانبياء : ١٠٨)

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره
على الدين كله (التوبة : ٣٣)

অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'আলামীন" বা বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত বা করুণা স্বরূপ এবং তাঁহার দ্বীন বাকী সকল দ্বীনের উপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিবে।

হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁহার আবির্ভাবের প্রথম দিবস হইতেই আলামীনের জন্য রহমত স্বরূপ বিরাজমান আছেন এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত থাকিবেন। তেমনি প্রথম দিন হইতেই ইহা নির্ধারিত ছিল যে, দ্বীনে-ইসলাম সকল বাতিল ধর্ম ও মতবাদের

উপরেস্থীয় সৌন্দর্য ও কল্যাণ বিকাশের দ্বারা জয়যুক্ত হইবে, প্রাধান্য লাভ করিবে। কিন্তু ইহা একদিনের কাজ ছিলনা. ইহা শতাব্দীসমূহ ব্যাপী বিস্তৃত কাজ। সুতরাং প্রথম দিবস হইতেই এক মহান সাধনা ও মুজাহেদার সূত্রপাত হয় এবং তাহা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। উহা অগ্রগতির প্রবল রূপ ধারণ করিতে থাকে এবং প্রেম, অকাট্য দলিল, উজ্জল যুক্তি-প্রমাণ. আসমানী নিদর্শন ও অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ এবং দোওয়া কবুলের নিদের্শনাবলীর মধ্যমে জগতে মানবহৃদয়ে ধীরে ধীরে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। একটির পর আর একটি জেনারেশন ক্রমাগত এই দায়িত্বভার বহন করিতে থাকে এবং এই অভিযানটিকে সম্মুখপানে আগাইয়া লইয়া যায় পরিশেষে তেরটি শতব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই মাহদীর আবির্ভাব হয়, যাঁহার সম্বন্ধে সকল বুজুর্গ

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

—কুরআন করীমের এই মহিমান্বিত আয়াত অনুযায়ী বলিয়াছিলেন যে, দ্বীনে-ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের যুগ হইবে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানা। কিন্তু সেই যে সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং ইসলামের বিজয়ের উদ্দেশ্যে কুরবানী ও আত্মত্যাগের অভিযান চলিতে থাকে তাহা তো ইসলামের প্রথম দিবস হইতেই জারী হইয়াছিল এবং ক্রমাগতভাবে আগাইয়া চলিয়া যায় এবং মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা উহার উন্নতি চরম শিখরে উপনীত হওয়া নির্ধারিত ছিল। সেই জন্য আমাদিগকে ইহা বলা হইয়াছিল যে, মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে এই জামানায় সকল বাতিল ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে ইল্‌মী বা তাত্ত্বিক পর্যায়ে এরূপ সামগ্রিক উপাদানের সমাবেশ ও পরিবেশন ঘটানো হইবে, যাহার ফলে অপরাপর সকল ধর্ম বা মতবাদের অনুসারীগণ ইসলামের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। ইহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, পার্শীদের জরুথুস্ত এবং হিন্দু ধর্মও রহিয়াছে। আর্যসমাজ নামে একটি হিন্দু সম্প্রদায় তখন (তের শতাব্দীর শেষে) ইসলামের বিরোধিতায় অতি তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, আমার ধারণা অনুযায়ী মানুষের সেই সকল মতবাদও ইহাদের আওতাভুক্ত, যে সকল মতবাদ ধর্ম তো নয় কিন্তু 'ইজম' বলিয়া আখ্যায়িত। অর্থাৎ সেই সকল ভাব-ধারণা যে গুলির দ্বারা কোন ফিলোসফী বা দর্শন কিংবা মানব সমাজ অথবা কোন তমুদ্দন বা কৃষ্টি স্থাপিত হয়, যেমন কমুউনিজম বা সোশিয়লিজম। তেমনি ধারায় নিত্যনতুন অন্যান্য বহু ইজম আছে, যেগুলির উদ্ভব ঘটিয়া আবার উহাদের অস্তিত্ব বিলিন হইয়া চলিয়াছে। এখন কেহ ইহা বলিতে পারে না যে, ইসলাম কমুউনিজমের বা সোশিয়লিজমের উপর বিজয় লাভ করিবে না অথবা অন্যান্য মতবাদ ও ভাব-ধারণার উপর বিজয় লাভ করিবে না। বরং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি প্রত্যেক ধর্ম এবং মতবাদ কিম্বা পার্থিব দর্শনের উপর ইসলাম বিজয় লাভ করিবে।

আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী, তাঁহার অন্যান্য লিখা ও বাণী সমূহ অধ্যায়ন করি এবং উহাতে গভীর মনোনিবেশ করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হই যে, মাহদী (আঃ)-এর জামানায় ইসলাম সকল বাতিল ধর্ম এবং প্রত্যেক প্রকারের মতবাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে বলিয়া পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে। কেননা হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ইলমে-কালাম (সাহিত্য), কুরআনের তফসীর ও ব্যাখ্যা, আসমানী নিদর্শনাবলী এবং দোওয়া কবুলের অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে এত শক্তিশালী উপাদান সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় যে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ইহা উপলব্ধি করিতে বাধ্য হয় যে, ওয়াদাকৃত দিন, অন্য কথায়, ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় সমোপুস্থিত। কিন্তু যেরূপ আমি বলিয়াছি, ইহা এক দিনের কাজ নয়, বরং ইহার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার প্রয়োজন।

খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এ জীবদ্দশাতেই খৃষ্টজগৎ বড় জবর-দস্ত নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমেরিকার ডঃ আলেকজাণ্ডার ডেই, যাহার বড় বড় দাবী ছিল, অতি জোরে-শোরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছনার সহিত পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। উক্ত মহান নিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণে (আমেরিকার) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ভরপুর রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, স্বয়ং ভারতবর্ষেও খৃষ্টানদের সহিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিতর্ক (মুনাযারা) অনুষ্ঠিত হয়। উহাতেও অকাট্য যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের সহিত এবং অতি মহান ইল্‌মে-কালামের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের শ্রেষ্ঠতা সাব্যস্ত করা হয়। ইহা ছিল আথমের সহিত অনুষ্ঠিত বিতর্ক, যাহা "জংগে-মুকাদ্দাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তেমনি ধারায় নিদর্শনাবলীর জগতে হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ -কে তাঁহার শত্রুগণ যেমন ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু বিফল মনরথ হইয়াছিল, তেমনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত এই যুগের মসীহের বিরুদ্ধেও খৃষ্টান-জগত বহু ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি আঁটে, যাহাতে যে কোন প্রকারেই হউক তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে বহু মামলা-মকদ্দমা পরিচালনা করা হয়, সর্বপ্রকারে মিথ্যা সাক্ষী-সাবুত পেশ করা হয়—বাজত্বও খ্রীষ্টানদেরই ছিল, সাক্ষীরাও খৃষ্টান ছিল এবং সেই সাক্ষী-গুলির মজবুতীকরণের উদ্দেশ্যে কিছু অপরাপর সাক্ষীও উপস্থাপিত হয়—পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকুল ছিল—তথাপি খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার সকল ওয়াদায় সত্য ও বিশ্বস্ত, পূর্ব হইতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তদনুযায়ী তিনি কার্য করিয়া দেখান। যেমন, তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন—"মানুষ তোমার সহায়তা করিবেনা তথাপি আমি তোমার সঙ্গে থাকিব এবং তোমাকে দুশমনগণের প্রত্যেক কুমতলব ও ক্ষতিকর প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা করিব"

এক্ষণ, ডঃ ডোই সম্পর্কিত ঘটনা, বিশ্বা খৃষ্টানদের সহিত ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিতর্ক ও তদ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠতা সাব্যস্ত করণ—এই সকল বিষয়ই ইসলামের অঙ্গীকৃত পুনর্জীবন ও পুনঃ অভ্যুত্থানের সহিত সম্পর্ক রাখে; হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পূর্ব প্রত্যেক শতাব্দীতে সমসাময়িক আওলিয়া ইসলামের সপক্ষে ইসলামের দুশমণদের সহিত বিতর্ক মুকাবেলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি উৎসর্গীত ও আত্মনিবেদিত এই সকল মহাত্মাদিগকেও আল্লাহতায়ালা রুহানী উলুম শিক্ষা দিয়া ছিলেন এবং তাঁহারা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলির তাত্বিক ক্ষেত্রে মোকাবিলা করিয়াছিলেন। দোওয়া কবুল এবং আসমানী নিদর্শন প্রদর্শনেও তাঁহারা উহাদের মোকাবেলা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত সেই সকল নিদর্শনে মানব ইতিহাসের পাতা অলংকৃত রহিয়াছে, যদিও সেইগুলির মধ্যে বহু বিষয় মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে, তথাপি উহাদের অনেক কিছুই মানুষ স্মরণ রাখিয়াছে এবং অতীতকালের ঐ শ্রেণীর এলমী ও আসমানী এবং দোওয়া কবুলের নিদর্শনাবলী ইতিহাস সংরক্ষণ করিয়াছে।

সুতরাং ইহা এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে দুর্বলতাও আসিয়াছে কিন্তু উহার গতি কখনও রুদ্ধ হয় নাই। ইহা ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রথম দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং ক্রমস্বয় চলিতে থাকে, এমন কি হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগ উপস্থিত হয়। তাঁহার জীবন ইসলামের এক মহান মুজাহিদের জীবন ছিল। তাঁহার কার্যবলী ছিল হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর এক মহিমান্বিত রুহানী প্রিয় সন্তানের কার্যাবলী।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহিমা ও প্রতাপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা ইমাম মাহদী (আঃ)-কে যে সকল নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক ময়দানে ও প্রত্যেক স্থানে বিস্তৃত ও মহান। কিন্তু তাহা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেই মৌলিক আন্দোলন বা প্রচেষ্টা, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে শুরু হইয়াছিল এবং ক্রমস্বয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল সেই প্রথম ও ধারাবাহিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নয়, বরং সেই কর্মপ্রচেষ্টার ধারাবাহিকতাকেই রক্ষা করিয়াছে।

হয়ত কেহ ধারণা করিতে পারে যে, ডাঃ ডোই এর সহিত এত বড় ঘটনা সংঘটিত হইল এবং খৃষ্টানগণ অভূত পরাজয় বরণ করিল, এখন বোধ হয় খৃষ্টানজগতে সহসা এক তাৎক্ষণিক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দৃশ্যতঃ অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তদ্রূপ কিছু হয় নাই। কেননা ইহাই নির্ধারিত ছিল এবং পূর্ব হইতে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছিল যে, এই জেহাদ জারী থাকিবে। এবং হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে জানান হইয়াছিল যে, পরবর্তী তিনটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবে না, অর্থাৎ তিন

শতাব্দী অবশ্যম্ভাবী—উহাদের মধ্যেই হয়ত দেড় শতাব্দী, কিম্বা দুই শতাব্দীও লাগিতে পারে—অবশ্যই উক্ত সময়সীমার মধ্যে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

["সেই আল্লাহ যিনি তাঁহার রসুলকে পূর্ণ হেদায়ত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ধর্ম সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে ইহা সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে" অনুবাদক]—আয়াত সংক্রান্ত মহান ঘোষণা স্বীয় পরিপূর্ণ জাঁকজমকের সহিত দুনিয়ার সামনে কার্যতঃ এক বাস্তব সত্যের রূপ পরিগ্রহ করিবে এবং বাস্তবিকপক্ষে ইসলাম দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্ম বা মতবাদের উপর বিজয় লাভ করিবে। এবং জগতে সর্বত্র শুধু ইসলামই বিরাজ করিবে, একমাত্র খোদাতায়ালাই হইবেন, যাঁহার উপাসনা করা হইবে, এবং একমাত্র নেতা হইবেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, সকলে যাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা গীত গাওয়া গাইবে।

সম্প্রতি (লণ্ডনে) আমাদের যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল, ইহাও সেই জেহাদেরই একটি অংশবিশেষ। ইহা মনে করা উচিত নয় যে, ২, ৩, ও ৪ঠা জুন তারিখে আমাদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল, আর ৫ই জুন তারিখে সমগ্র খৃষ্টানজগৎ ইসলাম কবুল করিয়া লইবে। বস্তুতঃ ইহা আর একটি পদক্ষেপ মাত্র, যাহা আমরা সম্মুখপানে বাড়াইয়াছি। উম্মতে মুহাম্মদীয়া তবলীগের ময়দানে খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে উহাদের প্রত্যেকটিরই ফলশ্রুতিতে বিরুদ্ধবাদীদের জীবনে ইসলামের সপক্ষে এক আলোড়ন ও অগ্রগতির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে সমূলে আলোড়িত করা হইয়াছে। আদিকাল হইতে এই পর্যন্ত আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ধীরে ধীরে মহান পরিবর্তন সমূহ দৃশ্যমান হইয়া আসিয়াছে। ইহা একটি সুদীর্ঘ বিষয় যেজন্য পূর্ববর্তী শতাব্দী সকল ব্যাপী গভীর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

যখন আমরা নিজেদের যামানা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, ইসলাম খৃষ্টানদের জীবনে এক মহান বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন কোন জিনিসকে সমূলে আলোড়িত করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি অপরাপর সকল ধর্মের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনও সেই সময় আসে নাই যখন আমরা বিশ্রাম করিতে পারি, এবং মনে করি যে যতটুকু কাজ আমাদের করণীয় ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। বস্তুতঃ এখনও আমাদের কয়েক বংশধরকে খোদা এবং তাঁহার মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবাণী পেশ করিতে হইবে। এখনও কয়েক ময়দানে আমাদিগকে বাতিল ধর্মাবলীর মোকাবিলা করিতে হইবে, দলিল-প্রমাণের সহিত ও আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে এবং দোওয়ার কবুলিয়তের দ্বারাও

আমি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর কতিপয় চ্যালেঞ্জ ' Chellenge ' খৃষ্টজগতের সামনে পুনঃ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। ইহা ১৯৬৬ সনের কথা। এখন পর্যন্ত তাহারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাই। তিন বৎসর হইল, যখন ডেনমার্কের একজন সংবাদিক রাবওয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, পাদরীগণ বলেন যে, হযরত সাহেব বড়ই কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি তো কোন কঠোর ব্যবহার করি নাই। আমি তো তাহাদিগকে ইহাই বলিয়া ছিলাম যে, আসুন, মোকাবেলা করুন। খোদাতায়ালা নিজেই ফয়সালা করিয়া দিবেন যে, তিনি কাহার সঙ্গে আছেন এবং কাহার সঙ্গে তিনি নহেন। তিনি তখন বলিলেন যে, আচ্ছা, তবে এই কথা? আমি ফিরিয়া যাইয়া তাহাদের খবর লইব। ইহা তো আমি আর জানিনা, তিনি খবর লইয়াছিলেন, কি না। কিন্তু তিনি এ কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই প্রভাব তাঁহার উপর ছিল যে, ইহাকে কঠোরতা বলা চলে না।

সুতরাং আমরা তো খৃষ্টানদিগকে বলি যে, আমাদের সহিত মহব্বতের সহিত, শান্তি ও সৌজন্যের পরিবেশ ভাব-বিনিময় করুন। ধর্মের সম্পর্ক মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সহিত, যাহাকে ইংরাজীতে heart এবং mind বলা হয়—ইহাদেরই সহিত ধর্মের সম্পর্ক। মানুষ অন্যের হৃদয় জয় করে প্রেমের সহিত এবং mind-কে জয় করে দলিল-প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলীর দ্বারা।

সুতরাং ইসলামে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণও মহান এবং উহার শিক্ষার সত্যতা এবং মাহাত্ম্যও ব্যাপক। উহার সত্যতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার কুদরত ও মহিমার যে সকল নিদর্শন প্রদর্শন করেন উহার প্রতাপের সামনে কোন জিনিসই তিষ্ঠিতে পরে না।

সুতরাং আমরা মাত্র এক কদম আরও বাড়াইয়াছি। আমাদের জেনারেশন, যাহারা আজ জীবিত ও যুবক এবং দায়িত্বভার বহণ করিতেছে, তাহাদের জানা নাই যে, এই ময়দানে তাহাদিগকে আরও কত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর পরবর্তী জেনারেশন আসিবে। তারপর পরবর্তী জেনারেশন আসিবে। আমি পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি যে, আমার আন্দাজ মোতাবেক জামাত আহমদীয়ার যে দ্বিতীয় শতাব্দী হইবে উহা ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী হইবে। অর্থাৎ, আমাদের আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামের বিজয় সম্পর্কে যে সকল ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহা ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হইবে। এবং সেই মহান মুজাহেদা—সংগ্রাম ও কর্মপ্রচেষ্টা, যাহা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সহিত শুরু হইয়াছিল উহা স্বীয় উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইবে। ইসলাম চতুর্দিক ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহা মনে করা যে, জুনের ৫ তারিখে আমাদের নিদ্রাগমনের দিন ছিল, তাহা সঠিক নয়। বস্তুতঃ

উহা আমাদের জন্য নিদ্রা গমনের দিন ছিলনা। ২, ৩ ও ৪ঠা জুন আমাদের কনফারেন্সের দিন ছিল, ৫ তারিখ বিশ্রামের দিন ছিল না। সত্য কথা এই যে আমাদের সুখ, বিশ্রাম ও স্বস্তির দিন তখনই হইবে, যখন দুনিয়ার ভারী সংখ্যা গরিষ্ঠ মানবমণ্ডলী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য জয় করা হইবে। এবং দুনিয়ার প্রত্যেক গৃহে তৌহিদের পতাকা উড্ডীন হইবে।

সুতরাং তোমরা দোওয়া কর ও নিজেদের মোকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি কর এবং জিম্মাদারীসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিজেদের জীবন যাপন কর এবং আজেযী ও বিনয়ের সহিত খোদাতায়ালার নিকট এই দোওয়া কর যেন তিনি আপনাদিগকেও এবং আমাকেও তাঁহার সন্তোষ ও রেজামন্দীর পথে পরিচালিত করেন, আমাদের নগন্য কুরবানীসমূহ কবুল করেন, এবং সেই সকল কুরবানী যতটুকুই হয়, উহাতে অসংখ্য গুণ বেশী বরকত নাজেল করেন, যাহাতে আমরা কামিয়াবী ও সাফল্যের দিন দেখিতে পারি। খোদা করুন যেন তাহাই হয়। (আল-ফজল, ৬ই জুলাই ১৯৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

শুভ-বিবাহ

গত ২১শে জুলাই ১৯৭৮ইং মোতাবেক ১৪ই শাবান ১৩৭৮হিঃ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর সিলেট নিবাসী চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র শাহ আহমদ নাসের B sc. Engg. এর সহিত ডায়মণ্ড হারবার (ভারত নিবাসী প্রবীন আহমদী এশাউদ্দিন আদিলদার সাহেবের প্রথমা কন্যা মুসাম্মত সায়েমা বেগমের বিবাহ দশহাজার এক টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব বিবাহ পড়ান এবং ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

❋ "ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্ব মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের অ কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্দী)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল: *হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩১)

ফেরেস্তা সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন ঃ

"ইমান বিল্লাহ"-এর পর ইসলামের দ্বিতীয় 'রুকন' বা স্তম্ভ হলো 'ঈমান বিলমালায়েকা', বা ফেরেস্তার উপর বিশ্বাস ফেরেস্তার উপর বিশ্বাস করা সম্বন্ধেও নানা প্রকার বিকৃতি লক্ষ্যণীয়। যেমন, কেউ কেউ বলেন যে, ফেরেস্তাগণ পাপ করতে সক্ষম। হযরত আদম (আঃ) সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে ফেরেস্তাগণ আল্লাহতা'লার সমীপে নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেছে—আল্লাহতা'লার সৃষ্টি পরিকল্পনা সম্পর্কে। তথাপি পবিত্র কোরআনে ফেরেস্তার সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও মহিমা, তাঁর অপার প্রজ্ঞা, শক্তি ও পবিত্রতা কীর্তনের জন্যই ফেরেস্তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, হারুত ও মারুত নামে দুইজন ফেরেস্তা সাধারণ মানুষের মত কোন এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে এবং শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইবলিস অথবা শয়তান ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত, তাঁদেরই নেতা ছিল। বলা হয় যে, ফেরেস্তাগণ মানুষের মত স্থূল দেহ বিশিষ্ট প্রাণী বিশেষ, যারা দৈহিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সক্ষম। ফেরেস্তাগণ খোদার নিকট থেকে বার্তা বহন করে আনেন। প্রাণ সংহারী ফেরেস্তা আজরাইল সর্বদা ছুটাছুটি করছে—এখানে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে, পরক্ষণই অন্য স্থানে অন্য কারো প্রাণ সংহার করতে।

এই সকল প্রাচীন ধারণা একদিক দিয়ে ফেরেস্তার উপর বিশ্বাস সম্পর্কে চরম মতবাদের পরিচায়ক। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত 'চরম মতবাদ' হলো ফেরেস্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করা। শেষোক্ত মতবাদীদের ধারণা অনুযায়ী ফেরেস্তা বলতে বড় জোর প্রাকৃতিক তথা পার্থিব শক্তি সমূহের নাম বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তথাকথিত দার্শনিক ঢঙে বলেন যে, ফেরেস্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে আল্লাহতায়ালার সর্ব শক্তিমান গুণের অবমাননা করা হয়।

অনুরূপভাবে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে তিনি 'ইলহাম' বিশেষতঃ কুরআনী বাণী বহণ করেছেন সেই সত্যকে অনেকেই অস্বীকার করে থাকে।

হযরত মীর্যা সাহেব এই সম্বন্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনী প্রকাশ করলেন এবং পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করলেন। পবিত্র কোরআনে ফেরেস্তাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন :

لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون ○

(লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফয়ালুনা মা ইউমারুন) অর্থ :—'ফেরেস্তাগণ আল্লাহতায়ালার কোন আদেশ অমান্য করেনা এবং তাহারা সেই কাজই সম্পাদন করে যে কাজ করিতে তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।' (সুরা তাহরীম : ৭)

ফেরেস্তাগণ আল্লাহতায়ালার এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি, যাদেরকে কতকগুলো কাজ বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে। পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতাই হলো তাদের মূল বৈশিষ্ট। এই ধরণের সৃষ্টির জন্য পাপ ক্রিয়া কিছুতেই সম্ভব নয় (অর্থাৎ পাপের প্রবৃত্তি বা প্রবনতাই তাদের মধ্যে নেই)। সুতরাং কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের প্রেমাসক্ত হওয়া ইত্যাকর ঘটনা নিতান্তই অবাস্তব ও অবান্তর।

হযরত মীর্যা সাহেব ফেরেস্তা সম্বন্ধে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরলেন এবং বল্লেন যে, ফেরেস্তারা হলো আল্লাহতায়ালার অধ্যাত্মিক সৃষ্টি। তিনি বলেন যে ফেরেস্তাদের স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনের জন্য চারিদিকে ছুট ছুটি করতে হয় না। তিনি আরো প্রমাণ করলেন যে, শয়তান কখনই ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—শয়তান পূর্বেও একটি মন্দ সত্তা ছিল এবং এখনও তাই রয়েছে। শয়তান হলো অবিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যতম। যেভাবে, কুরআন করীমে বলা হয়েছে : وكان من الكٰفرين ("ওয়া কানা মিনাল কাফেরীন"—সুরা বাকারা : ৩৫)।

হযরত মীর্যা সাহেব এই শিক্ষা দিলেন যে, ফেরেস্তাগণ কোন প্রকার কাল্পনিক সত্তা অথবা পার্থিব শক্তির নাম নয়, অথবা তাদের অস্তিত্ব আল্লাহতায়ালার সর্বশক্তিমান গুণের জন্য অবমাননাকর নয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর মহান পরিকল্পনার অংশ রূপে কতকগুলো উপায় এবং মাধ্যম ব্যবহার করেন। তিনি ফেরেস্তাদেরকে তাঁর মহা-পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবহার করেন—পৃথিবীতে তিনি যে সকল পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটতে ইচ্ছা করেন সেই সব কাযে ফেরেস্তাদেরকে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃপক্ষে হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের এই দ্বিতীয় 'রুকন' বা স্তম্ভটি সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলকে বলিষ্ঠভাবে দূর করার ব্যবস্থা করেছেন এবং ফেরেস্তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই সমাক ধারণা পেশ করেছেন যা আল্লাহতা'লা এবং তাঁর হযরত রসুল করীম (সাঃ) পেশ করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) মহাম্মদ খলিলুর রহমান

যুগে যুগে সিয়াম সাধনা

—আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

হিজরী চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম রমজান। রমজান 'রমজ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ উত্তাপ, গরম, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই মাসের নাম ছিল নাতক। হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে রোজার বিধান অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এর আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কোন না কোন রূপে রোজার প্রচলন বিদ্যমান ছিল। কোরআন বলে, 'কুতিবা আলাইকুমস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাজিনা মিন কাবলিকুম" অর্থাৎ তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হল, যদ্রূপ ইতিপূর্বে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও ফরজ করা হয়েছিল (বাকারা, ২৩ রুকু)। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের সমর্থন Encyclopeadia Britenica গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থমালার ১০ম খণ্ডের Fasting অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "It would be difficult to name any religious system of any description in which it is wholly unrecognised," পৃথিবীর এমন কোন ধর্মমত নেই যাতে কোন না কোন রূপে এই রোজাব্রতের বিধান বিদ্যমান নেই। কোথাও রোজা, কোথাও উপবাসব্রত ইত্যাদি রূপে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

রোজা শব্দটি ফার্সী। এর অর্থ সমস্ত রোজ বা দিন ব্যাপী কোন অনুষ্ঠান পালন, রোজার আরবী নাম 'সিয়াম,' 'সওম' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ বিরত থাকা বা নীরব থাকা। আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ বিশেষ কর্ম থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিরত থাকাকে সিয়াম বলা হয়। প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। এই ধর্মেও নানারূপ উপবাসব্রতের প্রচলন রয়েছে। উপবাস শব্দের অর্থ—উপ সমীপে বাসঃ। অর্থাৎ যে পদ্ধতির দ্বারা মানুষ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে তাকেই উপবাস অর্থাৎ নিকটে অবস্থান বলে। নিছক না খেয়ে থাকার নাম উপবাস নয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—উপবৃতস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুনৈঃসহ। উপবাসঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগ বিবর্জিতঃ।। অর্থাৎ—সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে সর্বভোগ পরিত্যাগ পূর্বক গুণের সঙ্গে বাসকেই উপবাস বলে। পবিত্র কোরআনের মতেও রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। রোজার বিবিধ বিধান বর্ণনার পর আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করছেন, "ইজা সায়ালাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নি করীব" অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালা বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করছেন। প্রকৃত পক্ষে রোজার মাধ্যমেই মানুষ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে থাকে। আজকাল অনাহার অর্থে উপবাস শব্দটির অপপ্রয়োগ হওয়ায় উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত উপবাস এবং আরবী কোরবানী সমার্থক শব্দ। যে পদ্ধতির

দ্বারা 'কুরব' বা নৈকট্য লাভ হয় তাকেই কোরবানী বলে। অসৎকর্ম পরিহার না করে শুধু পানাহার পরিত্যাগ করাকে কখনও সিয়াম বলে না। মহা নবী (সাঃ) বলেছেন, "কামমিন সায়েমীন লাইসা মিন সিয়ামিহি ইল্লাজ জামাউ" অর্থাৎ—অনেকের রোজা প্রকৃত সিয়াম নয়, নিছক অনাহার মাত্র।

ইহুদী ও তৎশাখা খৃষ্টধর্মেও রোজার বিধান বিদ্যমান রয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে ইহুদীরা তা পালন করলেও পৌল প্রভাবিত খৃষ্ট ধর্মে আজ আর তার ব্যবহার নেই। খৃষ্টানগণ সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত মনে করে থাকেন। তারা বলেন, "আমরা ব্যবস্থার অধীন নহি" (রোমীয়, ৭ : ৬)। তওরাতের বাহক মুসানবী চল্লিশদিন ব্যাপী রোজা পালন করেছিলেন (যাত্রা ৩৪ : ২৮)। দাউদ নবীর রোজার উল্লেখ যবুর বা গীতসংহিতার ৩৫ : ১৩ পদে বর্ণিত হয়েছে। রোজার মাধ্যমে দোওয়া কবুলের উল্লেখ বিশাইর ৫৮ : ৪—৯ পদে লিপিবদ্ধ আছে। অনুরূপ দানিয়েল নবীর উপবাস ও প্রার্থনার কথা দানিয়েল ৯ : ৩ পদে আলোচিত হয়েছে। জুয়েল ভাববাদীর পুস্তকের ২:১৫ পদে রোজার বিবিধ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। মহাত্মা যীশু তওরাতের বিধান এবং মুসার (আঃ) সুন্নত অনুযায়ী চল্লিশদিন রোজা পালন করেছিলেন (মথি, ৪ : ২)। কিভাবে রোজা পালন করতে হবে তার নির্দেশ মথি পুস্তকের ৬ : ১৬ পদে বর্ণিত হয়েছে।

যীশু বলেছেন, কুপ্রবৃত্তি বা অসৎ আত্মা থেকে মুক্তি পেতে হলে রোজা এবং নামাযের একান্ত প্রয়োজন। (মথি, ১৭ : ২১)। আরবী ইঞ্জিলে আছে, "ওয়া আম্মা হাজাল জিনসু ফালা ইয়াখরুজু ইল্লা বিস সালাতি ওয়াস সাওম।" ইদানিং কালে নূতন নিয়মের কোন কোন আধুনিক সংস্করণ থেকে এই অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ যোগ্য যে, হিব্রুতেও রোজাকে 'সওম' বলা হয়।

এইসব আলোচনা থেকে আমরা পবিত্র কোরআনের দাবী 'কামা কুতিবা আলাল্লাজিনা মিন কাবলিকুম' অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও রোজার প্রচলন ছিল—এর সত্যতা ও সমর্থন দেখতে পাই। যুগে যুগে বর্ণিত এইসব নির্দেশ রোজার গুরুত্ব এবং সার্থকতাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। অতএব, আত্মিক উন্নতির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

যদি সেই প্রিয়ের [মোহাম্মদ (সাঃ)-এর] গলিতে তলওয়ার চলে
তবে আমি প্রথম ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম প্রাণ দান করিবে॥

[ফারসী দুররে সমীন]

জামাত সমাচার

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর তিন সপ্তাহ ব্যাপী ইউরোপের আহমদীয়া মিশন সমূহ পরিদর্শন উপলক্ষে নরওয়ে যাত্রা

লণ্ডন, ২৭শে জুলাই—হুজুর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল আছে। ইউরোপের আহমদীয়া প্রচার-কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন উপলক্ষে তিন সপ্তাহব্যাপী সফরে নরওয়ে রওয়ানা হইয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে নিয়মিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

রাবওয়া, ৩০শে জুলাই—স্কেণ্ডেনেভিয়া হইতে ক্যাবলগ্রাম মারফত আগত সংবাদে প্রকাশ যে, সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ২৪শে জুলাই ১৯৭৮ ইং তারিখে লণ্ডন হইতে রওয়ানা হইবার পর যখন সামুদ্রিক জাহাজে নরওয়ের রাজধানী ওশ্লো অভিমুখে সফর করিতেছিলেন, তখন সেই জাহাজে সফররত আমেরিকান ছাত্র এবং অধ্যাপকগণের একটি সুবৃহৎ গ্রুপ ২৫শে জুলাই তারিখে হুজুর (আইঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। হুজুর (আইঃ) অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া এক ঘণ্টারও অধিক সময় তাঁহার সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত বাণীর দ্বারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণীত করেন। ইসলাম ও জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে তাহাদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দান করেন।

২৫শে জুলাই রাত্রিতে ওশ্লো পৌঁছিয়া পরবর্তী দুই দিন হুজুর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও জামাতী কার্যসূচীর মধ্যদিয়া অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকেন। যেমন, একটি প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দান, ওশ্লোর মেয়রের সহিত সাক্ষাৎকার, কয়েকটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান এবং জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে সাক্ষাৎ ও উপদেশ দান। উক্ত প্রেস কনফারেন্সে রেডিও প্রতিনিধি এবং বহু সংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার জাতীয় পত্রিকাগুলি হুজুরের নরওয়ে সফরের বিস্তারিত খবর প্রকাশ করেন। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে নরওয়ের কতিপয় বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিও আমন্ত্রিত ছিলেন। হুজুর তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি ওশ্লো জামাত আহমদীয়া যে একখণ্ড জমি খরিদ করিতে চায় উহা পরিদর্শন করেন। হুজুর ২৮শে জুলাই ওশ্লো হইতে রওয়ানা হইয়া সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহালমে পৌঁছান।

(আল ফজল, ২৫ ও ৩০ শে জুলাই সংখ্যা)

লণ্ডন কনফারেন্স পুস্তকাকারে ঃ

o ইমাম মাহদী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মিশনের পূর্ণতা সাধন প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর মঞ্জুরী ক্রমে ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে বিগত ২, ৩ ও ৪ঠা জুন ১৯৭৮ তারিখে লণ্ডনের বিখ্যাত কমনওয়েলথ ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত মহান 'কাসরে সলীব' কনফারেন্সে যে সকল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা ও গবেষকবর্গ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিস্কৃতি লাভ এবং কাশ্মীরে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ সম্পর্কে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ভিত্তিক যে সব বক্তৃতা রাখেন তাহা ইনশাআল্লাহ শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইতেছে। তেমনিভাবে মুভী ফিল্ম স্লাইড এবং সাথিক কর্যক্রমের টেপ রেকর্ডিং-ও লাভ করিতে পারিবেন। (আহমদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন, জুন-জুলাই সংখ্যা)

ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ কমন্সে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেসের সম্মানে ভোজসভা ঃ

বৃটিশ পার্লামেন্টের সম্মানিত মেম্বার এবং লণ্ডন মসজিদে-ফজলের বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ টম কক্স-এর পক্ষ হইতে ৭ই জুন ১৯৭৮ তারিখে হাউস অব কমন্স-এর অভ্যন্তরে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর অভ্যর্থনা উপলক্ষে এক ভোজ-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উহাতে জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত, পার্লামেন্ট মেম্বার, মেয়র, পাকিস্তান সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। (উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব উহাতে যোগদান করেন)। সকল যোগদানকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ ও করমর্দন এবং আলাপ আলোচনায় পরিতৃপ্ত হন। ভোজ সভা শেষে জনাব টমকক্সের অনুরোধক্রমে হুজুর বিশিষ্ট অতীথিবৃন্দের গেলারীতে বসিয়া কিছুক্ষণ হাউস অব কমন্সে অনুষ্ঠানরত কার্যক্রম ও বিতর্ক শ্রবণ করেন।

(আল-ফজল ও লণ্ডন আহমদীয়া বলেটিন)

নিউটনের পর প্রফেসার আবদুস সালামের পদার্থ বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীকৃত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিনব থিউরি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানী আহমদী বৈজ্ঞানিক প্রফেসার আবদুস সালাম বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব বিপ্লবাত্বক গবেষণামূলক কীর্তি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার পেশকৃত এই অভূতপূর্ব রিসার্চ পদার্থ বিজ্ঞানে "ইউনিফাইড থিউরি" নামে অভিহিত। ইহা আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কার্যকরীরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সকল মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রফেসার আব্দুস সালামের এই নুতন থিউরিটিকে নিউটনের মধ্যাকর্ষণ থিউরির পর, যাহা আজ হইতে তিন শতাব্দী পূর্বে পেশ করা হইয়াছিল পদার্থ বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান অবদান বলিয়া আখ্যা দান করিয়াছেন।

(পাকিস্তান টাইমস, ১লা আগষ্ট ১৯৭৯ ইং)

তারাবীহ—দরসে-কুরআন ইজতেমায়ী দোওয়া ঃ

ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ রমজান মোবারক উপলক্ষে দৈনিক বাদ আসর (ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত) নিয়মিত দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ব ীত, বাদ নামাজে ফজর হাদিস শরিফের দরস দেওয়া হইতেছে। বাদ এশা তারাবীহ-এর নামায নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঢাকার বিভিন্ন হালকায়ও নিয়মিত তারাবিহ-এর নামায এবং কুরআন শরীফের দরস অনুষ্ঠিত হইতেছে

রিপোর্টে প্রকাশ যে, তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সকল জামাতেও মোহতারম আমীর সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী যথারীতি জামাতী ব্যবস্থাধীন নিয়মিতভাবে তারাবী ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং হুজুরের স্বাস্থ্য, গালাবায়ে ইসলাম, দেশের কল্যাণ ও মানবজাতির হেদায়েত এবং বিশ্বশান্তির জন্য সর্বত্র ইজতেমায়ীভাবে দোওয়া করা হইতেছে।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ কার্য ত্বরান্বিত ঃ

আল্লাহতায়ালার ফজলে ঢাকার কেন্দ্রীয় দ্বিতল মসজিদের নির্মাণ কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন হইতে চলিয়াছে। নীচ ও উপর তলার ভিতরের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পর মিনারদ্বয় এবং গুম্বজও উঠিয়া গিয়াছে। বারান্দাদ্বয়ের ড্রপওয়াল এবং মসজিদের সম্মুখস্থ কাজ চলিতেছে। মহতারম আমীর সাহেবের উপস্থিতি ও নিগ্রানীতে নূরুদ্দীন আহামদ খান সাহেব কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে মসজিদ নির্মাণের খেদমত পালন করিতেছেন। জাযাহুমল্লাহ তায়ালা আহসানালজাযা।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন, যাহাতে যথাসময়ে মসজিদের কাজ এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আ ই:)-এর আমাদের মধ্যে শুভাগমনের সকল উপকরণ সার্বিক রূপে সুসম্পন্ন হয়। সেই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকেও রমজান শরীফে খাস দোওয়ায় স্মরণ রাখিবেন যাঁহারা মসজিদ ও হুজুরের ইস্তেকবাল উপলক্ষে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবাণী পেশ করিয়াছেন এবং অধিকতর কুরবাণী পেশ করার নিয়ত রাখেন।

বয়েত গ্রহণ ঃ

তারুয়া গ্রামের জনাব আখতার হোসেন সাহেবের পিতা মিয়াজী মোহাম্মদ সাজু মিয়া গত শুক্রবার (১১/৮/৭৮ইং) তারুয়া আহমদীয়া মসজিদে বয়েত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ কর্মী। তাঁহার ঈমানের উন্নতি এবং ইস্তেকামতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট খাসভাবে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের চাঁদা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মুয়াল্লেম সাহেব,

আঞ্জুমানে আহমদীয়া,... ... ...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ্‌তায়ালার নবী বা তাঁহার খলিফার পদধুলির দ্বারা এদেশ আজও ধন্য হয় নাই। কিছু কম দুই বৎসর পূর্বে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-কে আমাদের পক্ষ হইতে এদেশে শুভাগমনের দাওয়াত নিবেদন করিলে হুজুর আকদাস (আইঃ) ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ বানাইতে বলেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার এরাদতের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার খলিফার ডাক জামাতের ভগ্নি ও ভ্রাতাগণের নিকট পৌঁছান হয়। তাঁহারা শত, হাজার এবং কেহ কেহ লক্ষের অংকেও ওয়াদা দেন। মুখলেস ভগ্নি ও ভ্রাতাগণ তাঁহাদের ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যাজাকুমুল্লাহো আহসানুল জাযা। কতক এখনও পূর্ণ করেন নাই। এ ছাড়া মফস্বল জামাতগুলির উপর তাঁহাদের সংগতি অনুযায়ী চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে এ যাবৎ সাড়া কম আসিয়াছে। অদ্যাবধি সর্বমোট ৫,৮০,৯৬০/৫১ টাকা নগদ পাওয়া গিয়াছে। এবং খরচ ৬,৮৭,৩২৯/০৪ টাকা হইয়াছে। হিসাব মুল্য ১,১০,৫৮৫/৫৩ টাকা ঋণ হইয়াছে, মসজিদের নির্মাণ কার্য্য প্রায় সমাপ্ত। ফিনিশিং এর সূক্ষ্ম কাজ বাকী আছে। তাহা ছাড়া হযরত আকদাস (আইঃ)-এর জন্য তাঁহার প্রদত্ত অনুমতি অনুযায়ী মসজিদের তেতলায় একটি রেষ্ট হাউস বানাইতে হইবে। এ সংবাদ গত প্রেসিডেন্ট কনফারেন্সেও জানান হইয়াছিল ওয়াদাকৃত যে টাকা আদায় হয় নাই এবং মফস্বল এবং জামাতগুলির উপর যে চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে, উহা সংগৃহীত হইলে ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট কাজগুলি অচিরে সুসম্পন্ন হইবে এবং ঋণও শোধ হইয়া যাইবে। ইনশাআল্লাহ আমরা হুজুর (আইঃ) কে আমাদের মধ্যে পাইতে পারিব। তাই যাহাতে অবিলম্বে আমাদের বাকী কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন হয় এবং ঋণ শোধ হয়, তাহার জন্য ঐ সকল ভ্রাতা যাঁহারা ওয়াদা দিয়াছেন অথচ পূর্ণ করেন নাই এবং মফস্বল জামাতগুলি তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবেন এবং প্রয়োজনীয় টাকা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ভাজন হইবেন।

দিগ্‌বিজয়ী বাদশাহ আলেকজাণ্ডার মৃত্যু সময়ে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য অর্জনের পিছনে জীবনভরা সংগ্রামের অসারতা উপলব্ধি করিয়া পরিষদ ও পরিজনবর্গকে উপদেশ দিয়া যান যে, যখন তাবুতে শোওয়াইয়া তাহার লাশ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইবে, তখন তাহার দুইখানি খোলা হাত তাবুতের বাহিরে ঝুলাইয়া দিবে, যাহাতে জগত দেখিতে পায় যে, দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এ জগতের কিছুই সংগে লইয়া যাইতেছে না এবং ইহা হইতে যেন সকলে জীবনে সবক গ্রহণ করে।

প্রিয় ভ্রাতাগণ, উপরোক্ত পরিণাম একদিন সকলেরই আছে। আমার এবং আপনাদেরও। জাহেরভাবে খালি হাতে আমাদের সকলকেই যাইতে হইবে। কিন্তু কোরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী কেহ জীবনে অর্জিত পাপের অদৃশ্য পাহাড় স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইবে আবার কেহ বা নেক আমলের জন্য প্রতিশ্রুত অদৃশ্য অফুরন্ত পুরস্কারের জয়মাল্য ভূষিত হইয়া যাইবে। আলেকজাণ্ডারের দুই খোলা হাত নিরাশার বাণী দিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুত্তাকী মোমেন, বিশেষ করিয়া যাহারা এ জগতে আল্লাহতায়ালার এবাদতের ঘর বানায় তাঁহাদের জন্য আল্লাহতায়ালা পরলোকে জান্নাতে উত্তম আবাস বানাইবেন।

সুতরাং প্রিয় ভ্রাতাগণ, বাংলাদেশে আল্লাহতায়ালার খলিফার প্রথম শুভাগমন ও পদার্পন উপলক্ষে নির্মাণরত মসজিদের জন্য আপনাদের ওয়াদাকৃত বা মফস্বল জামাত সমূহের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা সত্বর আদায় করিয়া আলেকজাণ্ডারের ন্যায় খালি খোলা হাতের পরিবর্তে আপনারা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত অদৃশ্য কিন্তু নিশ্চিত আশীসে ভরা হস্তে পরলোকে প্রবেশের ব্যবস্থা এখন হইতে করিয়া রাখুন।

আল্লাহতায়ালা সকল ভ্রাতাকে মাহে রমজানের সকল প্রকার কল্যাণ ও মংগলে ভূষিত করুন। ওয়াসসালাম।

খাকছার

মোহাম্মাদ

আমীর,

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া, ঢাকা

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমা কারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্য[illegible] মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar